জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন২০১৯-২০
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা:

১.১ দারিদ্র্য বিমোচনের মূল চালিকা শক্তি হল কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সে কারণে জনবহুল বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । প্রতিবছর নতুন দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমশক্তি শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতির ভিত্তি রচনায় নতুন শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং অদক্ষ শ্রমশক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি । নতুন কর্মসংস্থানের সাথে অদক্ষ শ্রমশক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করাও অত্যন্ত জরুরি। সেলক্ষ্যে শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং শান্তিপূর্ণ শ্রমসম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি । ৭ম পঞ্চবার্ষিক (২০১৬-২১) পরিকল্পনায় শ্রমিকের উচ্চতর উৎপাদনশীলতা অর্জন এবং উচ্চ আয়ের শোভন কর্মসংস্থান সৃজনে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

১.২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ১৫, ২৮, ৩৮ ও ৪০ অনুচ্ছেদের আলোকে এবং আই.এল.ও. কনভেনশন অনুসরণে শ্রমনীতি ও শ্রমিক কল্যাণে বহুমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার -২০১৮ এবং রূপকল্প -২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ , দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষ জনশক্তি তৈরী, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমিক ও কর্মচারিদের কল্যাণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় শ্রমিকদের কল্যাণে গৃহীত এ সকল পদক্ষেপ ও কার্যক্রম সম্পন্ন হলে তা দেশে দক্ষ জনশক্তি সৃ ষ্টি, অধিক কর্মসংস্থা নের সুযোগ এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ -সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

২.০ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি:

- শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
- শ্রম প্রশাসন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি;
- ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি, ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং শিল্প কারখানা নিবন্ধন কাযক্রম;
- শ্রম আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং শিশুশ্রম নিরসন;
- শ্রম ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আই.এল.ও সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় ও চুক্তি সম্পাদন;
- দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কাযক্রমের সমন্বয়;
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ।

৩.০ মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও নারী উন্নয়নে এর প্রাসঙ্গিকতা:

- **শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন:** দেশের শিল্পঘন এলাকায় শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর অবস্থান হওয়ায় গার্মেন্টস ও চা শিল্পের নারী শ্রমিকরা প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে, যা সরাসরি নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ প্রভাব রাখছে।
- **দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে বর্ধিত কর্মসংস্থান:** প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের সমান সুযোগ রয়েছে। ফলে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- **ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন:** ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের মধ্যে মেয়ে শিশুও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উক্ত মেয়ে শিশুরা ভবিষ্যতে মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে।

৪.০ নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা:

৪.১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এ বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে পিছিয়ে রেখে দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা অসম্ভব। "Labour Force Survey-2010" অনুযায়ী ২০১০ সালে দেশে ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১.৭২ কোটি। দেশের অধিকাংশ নারী বিনা পারিশ্রমিকে পারিবারিক শ্রম অথবা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রম দিচ্ছে। সে কারণে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়ায় পরিবারে এবং সমাজে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় নয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দেশে এবং বিদেশের শ্রম বাজারে নারীর অধিক হারে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নারী শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, কমর্সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং কর্মরত নারী শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে দেশীয় শ্রমবাজারে বিশেষ করে তৈরী পোষাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের বর্ধিত হারে অংশগ্রহণের পাশাপাশি বিদেশের শ্রমবাজারেও নারী শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করছে।

৪.২ Sustainable Development Goals-এর Goal 8 বাস্তবায়নে লিড মিনিস্ট্র হিসাবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। Goal 8- এর বিভিন্ন টার্গেট বাস্তবায়নে অর্থাৎ টার্গেট 8.5, 8.7 এবং 8.8 (সকল প্রকার শিশু শ্রম নিরসন, শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং সমকাজে নারী পুরুষের সম মজুরি নিশ্চিতকরণ) বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হ য়েছে। জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২ তে নারী শ্রমিকের জন্য সম মজুরি ও সমঅধিকারের উপর গুরুত্বারোপসহ নারী শ্রমিকদের জন্য সকল ধরণের মজুরি বৈষম্য নিরসনের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থনকৃত আই.এল.ও-এর ৩৩টি কনভেনশনের মধ্যে ৭টি কনভেনশনে নারী শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ শ্রমআইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) এর ধারা-৯৩, ৯৪ ও ৯৫ এ মহিলা শ্রমিকদের জন্য বিশ্রাম কক্ষ, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রসহ মহিলাদের কল্যাণে বিশেষ ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনমত মজুরী ৫,৩০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮,০০০/- টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত হয়েছে, কর্মরত নারী শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করায় তাদের উৎপাদনশীলতা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা নারী উন্নয়নে তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৪.৩ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন " শীর্ষক প্রকল্পের ৩ (তিন) টি পর্যায়ে ৯০,০০০ (নব্বই হাজার) শিশু শ্রমিককে ১৮ মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ৬ মাস ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তোলা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে শিশুদের সংশ্লিষ্ট ট্রেডের আলোকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) " শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষ শিশুকে ২০২০ সালের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের উপকারভোগী শিশুদের মধ্যে মেয়ে শিশুরাও অন্তর্ভুক্ত।

৪.৪ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮)-এর ধারা ২৩৪-এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। শতভাগ রপ্তানীমূখি গার্মেন্টস সেক্টরের জন্য একটি কেন্দ্রীয় তহবিল এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। এ তহবিল হতে কোন শ্রমিক দূর্ঘটনাজনিত কারণে কর্মে অক্ষম হলে, অসুস্থ্য হলে অথবা কর্মস্থলে আহত হলে তাদেরকে আর্থিক অনুদান দেয়া হয়। যাদের মধ্যে অধিকাংশ মহিলা শ্রমিক। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে গার্মেন্টস সেক্টরের শ্রমিকদের ৩০,৯৪,৩৬,৬৩৯/- (ত্রিশ কোটি চুরানব্বই লক্ষ ছত্রিশ হাজার ছয়শত উনচল্লিশ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। একই অর্থ-বছরে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে শ্রমিকদের জন্য ৭,১২,৩৫,০০০/- (সাত কোটি বার লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। প্রসূতি শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক/অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

৪.৫ বাংলাদেশে গৃহকর্মী হিসেবে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠি নিয়োজিত রয়েছে। যাদের প্রায় ৯০% মহিলা। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ''গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ শিরোনামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালা প্র ণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে গৃহকর্মীদের অধিকার এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। গৃহকর্মীরা শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি এবং শ্রমি কের মর্যাদা লাভ করছে। নীতিমালায় গৃহকর্মীদের মজুরি নির্ধারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা রয়েছে। আশা করা যায় এ নীতির কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে গৃহকর্মী দের স্বার্থ ও তাদের সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা যাবে।

৪.৬ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম অধিদপ্তরের ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আইআরআই) এবং ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের ৫ দিন মেয়াদী (শ্রমিক ও মালিক পক্ষকে) এবং চার সপ্তাহ মেয়াদী (শ্রমিক, মালিক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে এবং বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরের শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ গুলোতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৬০% থেকে ৮০%। অন্যদিকে ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর ৪ সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষনে নারী শ্রমিক কর্মকর্তার সংখ্যা প্রায় ২০% থেকে ৩০%। চা শিল্প সেক্টরেও নারী শ্রমিকের সংখ্যা পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে বেশী। এ শিল্পে মোট শ্রমিক সংখ্যা ১,০৫,০০০ জন প্রায়।

৪.৭ ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে দুই ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বরাদ্দের পরিমাণ ৯০,০০,০০০ (নব্বই লক্ষ) টাকা। এর মধ্যে নারী শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ সম্মানী ভাতা প্রতিদিন জন প্রতি ১৫০ টাকা। জুলাই/২০১৮ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত ০৪ টি আইআরআই এবং ৩২ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫,২২২ জন শ্রমিক কর্মচারীকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে ন্যূনতম ১২,০০০ জন শ্রমিক কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হবে।

৪.৮ শ্রম অধিদপ্তরের অধীনস্থ ৩২ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র থেকে (জুলাই/১৮-ডিসেম্বর/১৮) চিকিৎসা সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা নিম্নরূপ:
মোট শ্রমিক সংখ্যা ৩৯,৬১২ জন।
নারী শ্রমিকের সংখ্যা ২৭,৭২৯ জন।
পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা ১১,৮৮৩ জন।

৪.৯ ট্রেড ইউনিয়নের কার্য নির্বাহী কমিটিতে নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট আসন (ন্যূনতম ১০% মহিলা সদস্য) সংরক্ষণের জন্য শ্রম আইনে বিধান রয়েছে যা শ্রম অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে।

৪.১০ বিদেশের শ্রম বাজারে নারীর অধিক হারে অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রম অধিদপ্তর নারী শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত প্রায় ৮০% শ্রমিক নারী শ্রমিক, যাদের অধিকার সর্ম্পকে সচেতন হওয়া এবং ক্ষমতায়ন সম্পর্কে শ্রম অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করে যাচ্ছে। নারী গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য বন্দর, নারায়নগঞ্জ ও কালুরঘাট, চট্টগ্রামে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মিত হচ্ছে।

৪.১১ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্ন রূপ আইন ও নীতি প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়েছে:

- আই.এল.ও (ILO) কনভেনশন অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বৃহৎ শ্রমগোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সুযোগ -সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণনীতি, ২০১৫ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- বাংলাদেশ শ্রম আইন , ২০০৬ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের অধীনে শ্রম বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিধিমালায় নারী শ্রমিকদের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করার বিধান রাখা হয়েছে এবং যথাযথ কর্মপরিবেশ বজায় রাখার জন্য কর্মজীবী মহিলাদের প্রতি যুক্তিসংগত আচরণের বিধান রাখা হয়েছে;
- বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কাযক্রম চলমান।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব:

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে প্রভাব(প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১. শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন ও শিল্পে কমপ্লায়েন্স বজায় রাখা	• শ্রমিকদের কল্যাণে বিদ্যমান আইন, নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা সে বিষয়গুলো তদারকির জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে এ দুটি অধিদপ্তরের কাযক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। • শিল্প কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে শ্রমিকদের নারী ও পুরুষ নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবাসহ যাবতীয় কল্যাণ তথা ডিসেন্ট ওয়ার্কপ্লেস নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
	• কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যমে শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন ও শিল্পে কমপ্লায়েন্স বজায় রাখার জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে গার্মেন্টস শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকরাও উপকৃত হচ্ছেন। • বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) অনুযায়ী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কলকারখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে নারী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়নের কাজ যথা- বেতন-ভাতাদি, কর্মপরিবেশ, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি, ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন, ওয়াশরুমের ব্যবস্থা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সারাদেশে বিভিন্ন কারখানা প্রতিষ্ঠানে ৪৫৩৭টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকদের নিয়মিত পরিদর্শন, উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও সহযোগিতায় ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে (জুলাই-২০১৭ হতে জুন-২০১৮ পযন্ত) সারাদেশে প্রায় ৮৭২৬ জন নারী শ্রমিককে প্রসূতি/মাতৃত্ব কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। • কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতাধীন Gender Equality and Women 's Empowerment at Workplace Project এর মাধ্যমে একটি Guide line তৈরি করা হয়েছে এবং চা বাগানের ৫৭০০ জন শ্রমিককে HIV/AIDS বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণমূলক সভায় দুই শতাধিক চা শ্রমিককে Sexual and Reporductive Health and Rights ও HIV/AIDS বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে।
২. দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টি	• ৪ টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, সাধারন শ্রমিক, ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের শ্রম প্রশাসন, শ্রম ব্যবস্থাপনা, শ্রম আইন, শ্রম মান, শ্রম কল্যাণ, মানবীয় সম্পর্ক, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। • ৩২ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকগণকে শ্রম আইন, শ্রম স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। • এসব প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৬০-৮০% এবং নারী শ্রমিক কর্মকর্তার সংখ্যা ২০-৩০%
৩. শিশুশ্রম নিরসন	• "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি পর্যায়ে ৯০,০০০ শিশু শ্রমিককে ১৮ মাস ব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ৯টি ট্রেডে ৬ মাসব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
	প্রণোদনাস্বরূপ প্রতিমাসে ১৬০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে । প্রশিক্ষণ শেষে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫০ % শিশু শ্রমিককে ট্রেডওয়ারী উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। • উক্ত ৯০,০০০ জন শিশু শ্রমিকের মধ্যে নারী শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ২৭৪৬৮ জন। উক্ত নারী শিশু শ্রমিকরা পুরুষ শিশু শ্রমিকদের পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং একই সাথে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেছে । উক্ত নারী শিশুশ্রমিকদের আত্ম -কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে । ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের প্রশিক্ষণকালীন উপবৃত্তি প্রদানের ফলে দরিদ্র প্রশিক্ষণার্থীরা দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি আর্থিকভাবেও লাভবান হয়েছে। • "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প (২০১৭-২০২০) এর মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ১,০০,০০০ শিশু শ্রমিককে (বালক-বালিকা) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উক্ত পেশা থেকে প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হবে। এ লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য ৬ মাস মেয়াদি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ৪ মাস মেয়াদি দক্ষতা উন্নয়নমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণকালে প্রত্যেক শিশুকে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা হারে মাসিক ভাতা প্রদানের পরিকল্পনা আছে। শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে নিয়োজিত শিক্ষক/প্রশিক্ষকদের বেতন সহায়তা হিসেবে প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য এলাকাভেদে নিদিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করা হবে। ১২ জেলার ১৪টি সিটি করপোরেশন এবং ২টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

৬.০ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারী উন্নয়নে ব্যয়:

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০			সংশোধিত ২০১৮-১৯			বাজেট ২০১৮-১৯		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট									
মন্ত্রণালয়ের বাজেট	২৪৮.০৪			২৭১.০৫			২২৭.০১		
উন্নয়ন বাজেট	১২৬.৪৮			১৬৩.১৮			১১৫.৭০		
পরিচালন বাজেট	১২১.৪৬			১০৭.৮৭			১১১.৩১		

সূত্র: আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

৭.০ গত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (K.P.I.) সমূহের অর্জন:

কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)	একক	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
		প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত
ক) কলকারখানার কর্মপরিবেশ সম্পর্কিত কমপ্লায়ন্স	সংখ্যা	৩৫৬৫	২৭০০	
খ) দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার		৩৭০৫	৩২২০	

৮.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের সাফল্যসমূহ:

৮.১ গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে প্রায় ৪০ লক্ষ নারী -পুরুষ কর্মরত আছে। তাদের মধ্যে ৮০ ভাগই নারীশ্রমিক। গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫,৩০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮,০০০/- টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণের বিষয়টি সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে গার্মেন্টস শিল্পসহ ৪৩টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের ন্যূনতম মজুরি পুনঃ নির্ধারণ করেছে। যাতায়াত, চিকিৎসা, খাদ্য ও ডে-কেয়ার ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নির্ধারিত হওয়ায় নারী উন্নয়নে এটি প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবে।

৮.২ উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত এলাকার মহিলা জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রায় ৩২৪ কোটি (তিনশত চব্বিশ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI) শীর্ষক একটি প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১৮-এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৩টি এলাকায় (ঢাকা, চট্রগ্রাম, ঈশ্বরদি) ডরমেটরি ও ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলে দেশের উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত এলাকার যুব মহিলাদের গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে। ২০১২ থেকে ২০১৮ ডিসেম্বর পযন্ত ৬ বছর মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৯০২০ জন যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬০৩৫ জন ইতোমধ্যে চাকুরীতে প্রবেশ করেছেন।

৮.৩ গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকের ৯০ ভাগই মহিলা। গৃহ কর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে যা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে গৃহকর্মে নিয়োজিত মহিলা সহ সকল শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে।

৮.৪ বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের প্রায় ৮০% ভাগ শ্রমিক নারী। এসব নারী শ্রমিকদের কিছু অংশ মাঝে মাঝে সহিংসতার শিকার হচ্ছে। “প্রমোটিং জেন্ডার ইক্যুয়্যালিটি এন্ড প্রিভেনটিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন এ্যাট ওয়ার্ক প্লেস” প্রকল্পটির মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের জেন্ডার ভায়োলেন্স, Sexual and Non Sexual Harassment এবং মহিলা শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮.৫ এছাড়া ও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নারীবান্ধব শ্রমনীতি প্রণয়নের প্রেক্ষাপটে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৮.৬ নারী উন্নয়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গৃহীত প্রকল্প কিভাবে একজন নারীর উন্নত জীবনযাপনে সাহায্য করেছে সে বিষয়ে কেস স্ট্যাডি বা সাফল্য গাথা:

"নর্দান এরিয়ার্স রিডাকশন অব পোভার্টি ইনিশিয়েটিভ" (নারী) প্রকল্পের একটি কেস স্টাডি

এটি ২০ বছরের বাংলাদেশে গ্রামে বাস করা একজন নারী সুফিয়া খাতুনের গল্প । তাঁর ১১ বছর বয়সে ২০ বছরের এক যুবকের সাথে বিয়ে হয়। খাদ্য ও আশ্রয়ের বিনিময়ে তিনি রান্না, ধোয়া, গরু-ছাগলের যত্ন এ জাতীয় কাজ ১৫ সদস্যের একটি যৌথ পরিবারের জন্য করতেন। সেই সাথে সন্তান ধারন ও সন্তানের যত্ন করতে হত তাকে । তাঁর বাবা তার সঞ্চয়ের সব তাঁর বিয়ের জন্য ব্যয় করেন যে বরকে তিনি কখনই দেখেন নি।

প্রতিদিন তাকে শ্বশুর বাড়ীর নানা অত্যাচার সহ্য করতে হত। সারাক্ষন কাজ, আর কাজ। বিশ্রাম, ঘুম ও চিত্ত বিনোদনের সুযোগ ছিল না। সেই সাথে যৌতুকের জন্য অত্যাচার, শারীরিক নির্যাতন এবং অপদস্থ করা হত। একটি কন্যা শিশুর জন্মের পর কোন কারণ ছাড়াই তাকে এবং তার শিশুকে বাড়ীর বাহিরে ফেলে রাখা হয়।

সুফিয়া তার বাবার বাড়ী ফিরে এল কারণ তার অন্য কোথাও আর যাবার জায়গা ছিল না। তার এবং তার কন্যার জন্য কোন অর্থ না থাকায় তিনি ২ বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

নারী প্রকল্পের প্রচার দল এই নারীকে তাঁর এলাকার গৃহকর্মী হিসেবে দৈনিক ৫০ টাকা আয়ে কাজ করা অবস্থায় তাঁর গল্প শোনার পর তাকে ৩ মাসের একটি প্রশিক্ষণ এর প্রস্তাব দেয়। এছাড়া গ্রার্মেন্টস শিল্পে পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে তাঁকে চাকরী প্রদান করা হবে এমন প্রস্তাব দেয়া হয়।

"নর্দান এরিয়ার্স রিডাকশন অব পোভার্টি ইনিশিয়েটিভ" (নারী) প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নের একটি প্রকল্প। যেখানে অবদমিত নারীদের কারিগরী লাইফ স্কিল প্রশিক্ষনের মাধ্যমে গার্মেন্টস কারখানায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। এ জন্য ৩ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৩টি ডরমেটরি রয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৪৩৪.০০ লক্ষ টাকায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রশিক্ষণের পর সুফিয়া খাতুন একটি কারখানায় অপারেটর পদে মাসিক ৮০০০ টাকা বেতনে চাকুরী নেন। ৬ মাসের মধ্যে তিনি কোয়ালিটি অপারেটর হন। তাঁর বর্তমান বেতন ১৫,০০০ টাকা। তাঁর একটি ব্যাংক একাউন্ট আছে যেখানে তিনি সঞ্চয় করেন। তিনি তাঁর বাবার জন্য ২ টি গরু কিনেছেন। তাঁর নিজের থাকা-খাওয়া এবং তাঁর সন্তানের ব্যয়ভার তিনি বহন করতে সক্ষম।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ:

১. দেশীয় শিল্প কারখানায় কর্মরত মহিলা কর্মীদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ;

২. নারীদের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বৃত্তি প্রদান;

৩. কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মীদের সম মজুরি/উপযুক্ত মজুরী নিশ্চিতকরণ;

৪. দেশের সকল শিল্প সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করা;

৫. ২০২১ সালের মধ্যে সকল প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশু শ্রম নিরসন;

৬. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের অধিকতর/দক্ষ করে গড়ে তোলা;

৭. অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরী বৈষম্য দূরীকরণে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ;

৮. নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার জন্য শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোকে আরও শক্তিশালী করা;

৯. নারী শ্রমিকের জন্য কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ আশ্রয় ও আবাসনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
১০. সরকারি ও বেসরকারি কর্মস্থলে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যৌন হয়রানি বিরোধী কমিটি গঠন;
১১. সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নারীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
১২. নারীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি ও বাজারমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৩. শ্রম জনশক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার বিভাজিত ডেটা প্রণয়নের ব্যবস্থা করা এবং তা বিশ্লেষণ করা;
১৪. নারীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
১৫ সফল নারী উদ্যোক্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ পরবর্তী ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা।

১৮/০৬/১৯
(জাহানারা বেগম)
যুগ্মসচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়